দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 16 JAN
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

| সিলেট জকিগঞ্জে গতকাল ফুলতলী (র.)-এর ৫ম ঈছালে সাওয়াব মাহফিলে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ

মুমিনের সকল কাজ আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত করতে হবে-আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

আগামী সংসদ অধিবেশনে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হবে শিক্ষামন্ত্রী

❑ ফয়সাল আমীন ও বদরুল হক খসরু, জকিগঞ্জ ফুলতলী (র.)'র মাহফিলে শরিক হতে কুয়াশায় ঢাকা ভোর ও শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে সকাল থেকেই জকিগঞ্জের ছাহেব বাড়িতে মুরিদীন, মুহিব্বীন ও বিভিন্ন বিদেশসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মুরিদীনের একটি অংশ ঈছালে সওয়াব মাহফিলের আগের দিনেই ফুলতলীতে উপস্থিত হন। সমবেত মুসলিম জনতা ও এতীমখানার হাজারো এতীমকে নিয়ে সকাল সাড়ে ১০টায় আল্লামা

পৃঃ ২ কঃ ৭-

মুহিব্বিনের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হলো আল্লামা ফুলতলী (র.)'র ঈছালে সওয়াব মাহফিল। ৫ম এ ইন্তেকাল বার্ষিকী উপলক্ষে ছাহেব বাড়ি সংলগ্ন বালাইর হাওর অনেকটা জন সমুদ্রে পরিণত হয় গতকাল মঙ্গলবার। উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ, শামসুল উলামা হযরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)'র ঈছালে সওয়াব

ইসলামী শিক্ষাক্ষেত্রে ফুলতলী (র.)-এর দাবী পূরণে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারেন শিক্ষামন্ত্রী-এএমএম বাহাউদ্দীন

দাবী বাস্তবায়নে আলেম উলামাদের সাথে একাধিক বৈঠক করেছি আমরা। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি সদয় সম্মতি দিয়েছেন। সে কারণে আমরা সেই আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মন্ত্রী বলেন, এই সরকারের আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা শুধু নয়, এর সাথে জড়িত শিক্ষকদের মান মর্যাদা ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করে স্কুল-কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের সাথে মিল করে দিয়েছি। এছাড়া ইসলামি শিক্ষার উন্নয়নে মাদ্রাসা সমূহকে ব্যাপক সহযোগিতা করছে এ সরকার। পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয় ঘটাতেও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। যাতে মাদ্রাসা শিক্ষিত একজন সৎ ব্যক্তি দেশ পরিচালনা তথা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন।

শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ বলেন, আমরা দেশের ৩১ টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করেছি। ৩৫টি মাদ্রাসাকে মডেল মাদ্রাসা ঘোষণা করা হয়েছে। এবছর ১হাজার মাদ্রাসায় নতুন বিল্ডিং-এর কাজ চলছে। মাহফিলে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মুফতিবোর্ডের ভাস্কর্যের নামে মূর্তি নির্মাণ, বন্ধে মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করলে শিক্ষামন্ত্রী নজরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বর্তমান সরকার ইসলামের পরিপন্থি কোনো কাজ গ্রহণ করবে না। আমরা এ ব্যাপারে বদ্ধ পরিকর। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের নিজস্ব আইন রয়েছে। তারপর ইসলামের সম্ভব হয়েছে জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি, দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীন ও আল ইসলাহ সভাপতি মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরীর সহযোগিতায়। তিনি বলেন, এই শিক্ষানীতি প্রণয়নে দিনরাত আমরা একসাথে কাজ করেছি। তাদের অব্যাহত সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, সাওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসলে দেশে ইসলাম চলে যাবে বলে প্রপাগান্ডা চালায় বিরোধী রাজনীতিক দল ও এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী গোষ্ঠী। কিন্তু তাদের ঈমান দুর্বল বলে-ই এহেন অপবাদ চালায় তারা। বর্তমান সরকারের গৃহীত ও বাস্তবায়িত কাজের দিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে ইসলামের জন্য সাওয়ামী লীগের অবদান উল্লেখযোগ্য। যথাযথ আইনানুসারে ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এ সরকারের আমলেই প্রতিষ্ঠিত হবে। আগামী ২৭ জানুয়ারী শীতকালীন অধিবেশনে আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বিল আনা হবে এবং তা পাস করা হবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে মন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে অনেক প্রাথমিক কাজ আমরা সম্পন্ন করে তা এগিয়ে রেখেছি। হাতে বিল পাশের পর সমন্বয়কেপণ করতে না হয়। মন্ত্রী বলেন, ইসলামের নাম নিয়ে অনেক সরকার এদেশের শাসন ক্ষমতায় বসেছে কিন্তু আলেম উলামা তথা ইসলামের খেদমতে কার্যকর কিছুই তারা করেনি। মন্ত্রী বলেন, ৭৬ বছর পূর্বে স্বতন্ত্র আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী উঠেছিল। এই সময়ের মধ্যে বৃটিশ, ভারত, পাকিস্তানী শাসন পার হয়েছে কিন্তু কেউ সেই দাবী পূরণ করেনি। আমরা সেই দাবী পূরণ করতে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে আমাদের ছাহেব কিবলাহ (র.) ঢাকা অভিমুখে লং মার্চ করেছেন। সেই মাওলানা মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী, চ্যানেল এস'র চেয়ারম্যান তাজ চৌধুরী ও ভারতের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আজিজুর রহমান তালুকদার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা বি.এন.পি'র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব পেয়ার মকন মিয়া, রাখালগঞ্জ সিনিয়র মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা হুবিবুর রহমান, ইতড়ছই মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা জুমির উদ্দিন, জকিগঞ্জ সিনিয়র মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা নুরুল ইসলাম, চাম্বাইরপাড়া আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা হুরওয়ার জাহান, সিরাজগনজ উল্লাপাড়া কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবু তাহের, ফুলতলী কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রহীম, আনজুমানে আল ইসলাহর যুগ্ম মহাসচিব এম.এ কাদির, আল হাসান, সাপ্তাহিক সম্পাদক মাওলানা মমিনুল ইসলাম পারভেজ, অর্থ সম্পাদক মাওলানা আবু ছালেহ কুতবুল আলম, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাওলানা নজমুল হুদা খান, তালাবীয়ে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় সভাপতি সুলতান আহমদ, সাধারণ সম্পাদক নজীর আহমদ হেলাল, তাদের আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা ওয়াইবুর রহমান, মাওলানা আব্দুছ ছুবহান জিহাদী, মাওলানা আবদুল কুদ্দুস জিহাদী, সিদ্দেরকাছ আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আ. ক. ম. আব্দুল নূর, ভারতের মাওলানা মাহবুবুর রহমান, মাওলানা আনোয়ার হোসেন, কারী হাবিবুর রহমান মিশকাত প্রমুখ।

মাহফিলের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ছাহেবজাদায়ে ফুলতলী মাওলানা শিহাব উদ্দিন চৌধুরী, মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ও আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর নাতি মাওলানা ওফরান আহমদ চৌধুরী ও মাওলানা মাহমুদ হাসান চৌধুরী।

আগামী সংসদ অধিবেশনে আরবী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফুলতলী (র.)'র মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মাহফিলের কার্যক্রম। এরপর বিভিন্ন সময়ে খতমে কুরআন, খতমে বুখারী, খতমে খাজেগান, যিকির-আযকার ও দালাইলুল খায়রাত শরীফের খতম অনুষ্ঠিত হয়।

মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী'র সুযোগ্য উত্তরসূরী, মুর্শিদে বরহক উস্তাদুল কুররা ওয়াল মুহাদ্দিসীন হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী। সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, কুরআন তেলাওয়াত ও যিকিরের মাহফিলকে ফেরেশতারা বেষ্টন করে রাখেন। যেকোনো নেক আমলের সাওয়াবকে আল্লাহ ইচ্ছে করলে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দিতে পারেন। তিনি বলেন, বছরে একবার মাহফিল করলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হবে না। সারা বছর ঈছালে সাওয়াবের ব্যবস্থা করতে হবে। দু'আ ও নেক আমল অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের সকল কথা ও কাজ রেকর্ড হচ্ছে আল্লাহর দরবারে। কিরামান কাতিবীন সবকিছুই লিখে রাখছেন। তাই রাসূলে পাক (সা:) নির্দেশ দিয়েছেন উত্তম কথা বল না হয় নীরব থাক। তিনি বলেন, মানুষের কাজের সাওয়াব নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। বুর্জুগানে কিরাম আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করেন আর আমরা মানুষকে খুশী করার চেষ্টা করি। আমাদের সকল কাজকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত করতে হবে। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। সে দায়িত্বের প্রতি সচেতন হতে হবে আমাদের। তিনি বলেন, ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে আমরা গৃহ-হীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ করে দিতে পারি। টিউবওয়েল, রোজগারের উপকরণ ঠেলা গাড়ি, রিকসা ইত্যাদিও ব্যবস্থা করে দিতে পারি। হাদীস শরীফে আছে হযরত সা'দ (রা:) এর মাতার ইন্তেকালে করলে তিনি রাসূলে (সা:) এর বিদমতে আরজ করলেন আম্মার মা ইন্তিকাল করেছেন। তার জন্য আমি কি সবকা করতে পারি ? রাসূল (সা:) জবাব দিলেন পানির ব্যবস্থা কর। তখন সা'দ (রা:) একটি কূপ তৈরী করলেন। যার নাম হলো বি'রে উম্মে সা'দ। তিনি আরো বলেন, যে হাতের ইশারায় আকাশের চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। যার আঙুলের ইশারায় প্রভাবশালী রাজশক্তির পতন হয়েছিল। যার হাত আল্লাহ কখনো ফিরিয়ে দেননি। সেই হাত দিয়ে রাসূল (সা:) ক্ষুধা-নাশা সাহাবীর জন্য কুঠার লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের সেই সুন্নাতের প্রতি খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন রাসূল (সা:) এর কোনো জিনিসই অন্য কোন জিনিসের সাথে তুলনীয় নয়। তিনি সৃষ্টির সেরা। আমরা এই আরবীদের উপর আছি। রাসূল (সা:) এর শান ও মানের এ সত্য পয়গাম পৌঁছাতে গিয়ে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) নির্যাতিত হয়েছেন। তিনি বলেন, আজ একদল লোক সাহাবের কিরাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও আউলিয়ায়ে কিরাম থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছে। তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) তাবিঈ ছিলেন। তিনি অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করে আমাদের জন্য ইলমে ফিকহ রেখে গেছেন। ইমাম আহমদ, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ সকলেই ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন। তারা নির্যাতিত নিপীড়িতও হয়েছেন। আমরা তাদের পথ কখনো ছাড়ব না। তিনি বলেন, শায়িখ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) মকবুল সিলসিলা সমূহের কেন্দ্রবিন্দু। তার হাতে লাখো লাখো মানুষ মুসলমান হয়েছেন। তিনি মুসলমান না হলে এদেশে মুসলমান কারা ? তিনি বলেন, জামায়াত ইসলামীর প্রতি উদ্দেশ্য করে বলেন, মওদূদীকে পথপ্রদর্শক মেনে আপনার স্টাডিকে কেবল তাফসীরুল কুরআনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন না। অন্যান্য তাফসীর দেখুন বুঝি বুঝে যাবে।

মাহফিলে অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, একটি গ্রহণযোগ্য শিক্ষানীতি প্রণয়নে আনজুমানে আল ইসলাহ ও বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সহযোগিতা অপরিসীম। বিশেষ করে এ দুটি সংগঠনের দীর্ঘ নেতৃবৃন্দের পরামর্শ ও একান্ত সহযোগিতায় এদেশে আধুনিক ও ইসলামি শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজনীতিক বিভাজন এদেশের বাস্তবতা হলেও শিক্ষানীতির ব্যাপারে কোনো বিরোধিতা বা বিভাজন গড়ে উঠেনি। তা মূল্যবোধ বিরোধী কোন কাজ করতে দেওয়া হবে না।

শিক্ষামন্ত্রী আল্লামা ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর সাথে তার ছোট বেলার কিছু স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, আল্লাহর এই ওলি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। সেজন্য হয়তো আমি আজ এ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি। এই বুর্জুগানে দীন প্রায় শত বছর ধরে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরে তা চর্চায় কাজ করে গেছেন। এর ফলে হাজার হাজার মানুষ ইসলামের পথে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তিনি আজ নেই কিন্তু তার প্রতি মানুষের সমর্থন সার্বজনীন হয়ে আছে। আজকের এই মাহফিল তার প্রমাণ। আমি এই মুবারক মাহফিলে যোগদান করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। মন্ত্রী বলেন, আমার বিগত নির্বাচনে আনজুমানে আল-ইসলাহর ব্যাপক অবদান ছিল। তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা আমার বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে। সেই জন্য আমি খুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি ঈছালে সাওয়াব মাহফিলে উপস্থিত সকলের কাছে নিজের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন, যাতে তিনি সৎ ভাবে কাজ করতে পারেন এবং গুনাহ থেকে বাঁচতে পারেন।

মাহফিলে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন তার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন, আল্লামা ছাহেব কিবলাহ আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তেমনি স্নেহ করেছেন আজকের মাহফিলে উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে। কাকতালীয় ভাবে আমরা দু'জনই তার ঈছালে সাওয়াব মাহফিলে শরীক হয়েছি প্রথম বারের মত। তাকে পেয়ে আজ আমাদের আশা ও প্রত্যাশা বেড়েছে যে, উপমহাদেশের এই প্রখ্যাত বুজুর্গের কল্যাণে উত্থাপিত কোনো দাবী অপূরণ থাকবে না। কেননা আরবী বিশ্ববিদ্যালয়সহ ইসলামি শিক্ষার ক্ষেত্রে তার দাবীগুলো যিনি পূরণ করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন, সেই ব্যক্তি আজকের শিক্ষামন্ত্রী এবং তিনি ফুলতলী (র.)'র স্নেহধন্য।

বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের লেকচারার আহমদ হাসান চৌধুরীর যৌথ পরিচালনায় এতে অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন মিশরের বিশ্ববিখ্যাত কারী আব্দুল বাছিত-এর ছাহেবজাদা কারী ইয়াসির আব্দুল বাছিত, দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক ও বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি আলহাজ এএমএম বাহাউদ্দীন, ইন্তেকাল কামিল মাদরাসার সাবেক প্রিন্সিপাল শাহবুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান, ভারতের উজানতিয়ির পীর ছাহেব মাওলানা সাদ্দিদ মোস্তাক আহমদ আল মাদানী, ফুলতলী কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল আল্লামা নজরুদ্দীন চৌধুরী, দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক জনাব মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান, আল্লামা মুফতী সিরাজ উদ্দিন চৌধুরী ছাহেবজাদায়ে ফুলতলী, ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা জালালুদ্দীন হুসেনী, শেখ সুজাত মিয়া এমপি, মাওলানা আব্দুল শাকুর চৌধুরী ফুলতলী, ফরিদগঞ্জ কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল ড. মাওলানা এ.কে.এম মাহবুবুর রহমান, মুফতী মাওলানা আবু নছর জিহাদী, সোবহানীঘাট কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা ওফরান চৌধুরী, জালালপুর মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা ক.উ.ম আব্দুল মুনইম, সৎপুর কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা হালিক আহমদ, ঢাকা মহাবালী কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা মাহবুবুর রহমান, মাওলানা মোশাহিদ আহমদ কাসালী প্রমুখ।

এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের উজানতিয়ির পীর ছাহেব মাওলানা সাদ্দিদ জুনাইদ আহমদ আল মাদানী, জানরেটের পীর ছাহেব মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, জালালিয়া কামিল মাদরাসার সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা তয়াইবুর রহমান, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম সিদ্দিকী, বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর মহাসচিব মাওলানা একেএম মনোয়ার আলী, জুপালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. আহমদ আল কবির, ইন্তেকাল কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মাহবুব আহমদ, সৎপুর কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা পফিকুর রহমান, বুরাইয়া কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল হান্নান মুহাম্মদ নুরুল হক, দারুল হাদীস নাতিফিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল